দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 06 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি

বেসরকারি স্কুল-কলেজ ম্যানেজিং কমিটি গঠন সংক্রান্ত রেগুলেশন ১৯৭৭ সংশোধন করা হয়েছে। এতে দেখা যায়, জেলা সদরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হবেন জেলা প্রশাসক বা জেলা প্রশাসক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা তাঁর দ্বারা মনোনীত অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষাবিদ বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা। জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত বেসরকারি হাইস্কুলের সভাপতি হবেন ইউএনও বা তাঁর মনোনীত অবসরপ্রাপ্ত একজন শিক্ষাবিদ বা সরকারি কর্মকর্তা। তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ডিগ্রি পাসের নিচে হবে না। আরো বলা হয়েছে, শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন যে কোনো বিদ্যালয়ের সভাপতি পদে সরকারের সম্মতিক্রমে যে কোনো বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে অনুমোদনদানের ক্ষমতা বোর্ড সংরক্ষণ করবে। শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভোটে ২ জন শিক্ষক থাকবেন। অভিভাবক-প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন অভিভাবকদের ভোটে ৩ জন পুরুষ এবং ১ জন মহিলা প্রতিনিধি। সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধারাটি অর্থাৎ বোর্ড কর্তৃক সংরক্ষিত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মনোনয়নের ফলে রেগুলেশনটি পরিবর্তনের ফলেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না। কারণ এতে ঐ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা বা পদমর্যাদা কী তা বলা হয়নি। ফলে গ্রামের তথাকথিত সমাজসেবক অশিক্ষিত মাতব্বররাই গায়ের জোরে, টাকার জোরে অর্থাৎ অনিয়মের মাধ্যমে সভাপতি নির্বাচিত হয়ে দুর্নীতি করেই যাবে। তাছাড়া আরেকটি বিষয়ঃ আমার উপজেলায় বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ে জরিপ করলে দেখা যাবে, অভিভাবক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন এলাকার মাতব্বর শ্রেণীর অশিক্ষিত বা সপ্তম-অষ্টম শ্রেণী পাস ব্যক্তিরা, যাঁরা শিক্ষকদের সঙ্গে বসে কথা বলার সময় সাহস হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় ঐসব সভাপতি সদস্যের সুযোগে প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যেমন খুশি তেমন কর্তব্য পালন করে থাকেন। মূলত অকেজো হয়ে পড়ে ম্যানেজিং কমিটি। ম্যানেজিং কমিটি যদি কার্যকর না করা যায়, দুর্নীতিমুক্ত না রাখা যায়, তাহলে এত পদক্ষেপের ফলেও শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ, ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। গ্রামের স্কুলে তিন বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েই পায়তারা করতে থাকবেন কিভাবে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ দেয়া যায়। জনবল কাঠামোতে নেই, এমন পদে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিপুল অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়। এরকম ঘটনা প্রচুর দেখা যাবে। রাজনৈতিক বলয়ের জোরেই বলুন বা অর্থের জোরেই বলুন, এই তথাকথিত ব্যক্তিরাই বেশিরভাগ ম্যানেজিং কমিটির স্থান দখল করে আছেন দীর্ঘদিন। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধারাটি সংশোধন করে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নিশ্চিত করা দরকার। গ্রামে এখন আর গ্রাজুয়েট লোক পাওয়া অসম্ভব নয়। ঠিক তেমনিভাবে অভিভাবক-সদস্যসহ অন্যান্য কোটার সদস্যদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা দরকার, যাতে শিক্ষকদের সামনে বসলে বুক ধরফড় না করে। আরেকটি বিষয় হলো, শিক্ষিত লোক হলেই তো আর একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানবেন না। তাই নতুন ম্যানেজিং কমিটি নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁদের কর্তব্য, ক্ষমতা, সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে অন্তঃত তিনদিনের বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশনের ব্যবস্থা করা দরকার, যা জেলা/ উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তা দ্বারা করানো যায়। তাহলে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষক বহিষ্কার, দুর্নীতির জন্য আদালতে যে মামলা হচ্ছে তা অনেকাংশে কমে যাবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ব্যাপারে আলাদা আলাদা জেলা প্রশাসন দ্বারা নিয়োগ কমিটি করলে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা কমিটিতে আসতে উৎসাহিত হবেন না। তাহলেই ম্যানেজিং কমিটির সভ্যবৃন্দ স্কুল নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনা করতে পারবেন এবং শিক্ষকগণ সচেষ্ট হলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকাংশে দুর্নীতি দূর হবে। বিষয়টির প্রতি সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ শফিকুল ইসলাম (শফিক),
পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।